আমাদের পত্রিকা

মে - ২০১৩

-ঃ সম্পাদকের কথা ঃ-

সবাইকে মে মাসের শুভেচ্ছা। সবার সহযোগিতা নিয়ে নরসিংদী জেলার শিলমান্দি ইউনিয়নের পাপড়ি সি,আর, সি থেকে আমরা গণকেন্দ্রের সদস্যরা দ্বিতীয় বারের মতো প্রকাশ করছি এ বারের সংখ্যাটি। এবারের সংখ্যায় রয়েছে মে দিবসের কবিতা। এ ছাড়াও নিয়মিত বিষয় হিসাবে রয়েছে ধাঁধা, কৌতুক, ছবি, ছড়া। আমরা সবাই ভালো মানের লেখা লিখব এবং আমাদের পত্রিকাতে পাঠাবো। তবেই আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব আগামী সংখ্যাগুলো।

পহেলা মে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার আদায়ের মাস। আমরা সবাই শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, কল্যাণ কামনা করি। সবাই ভালো থাকুন।

সম্পাদক-

ছোট খোকা

জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ির
ছোট খোকা রবি
আপন মনে স্বপন বুনে
আঁকে কত ছবি।

বড় বিলেত গেলেন
পড়তে ব্যারিস্টারী
ফিরে এসে কাধে নিলেন
পিতার জমিদারী।

খাজনা আদায় হিসাব নিকাশ
শত কাজের ভিড়ে
নোঙর করে সোনার তরী
পদ্মা নদীর তীরে

আত্ম ভোলা জমিদারের
কোমল কুসুম বাগে।
গল্প-নাটক, গান-কবিতার,
বিশ্বে সাড়া জাগে।

মো. শফিকুল ইসলাম
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।

শ্রমিকের আর্তনাদ

বেঁচে থাকার লড়াই করে
হারিয়ে গেলো শত শত প্রাণ।
শ্রমিক ভাইদের দুঃখ-ব্যাথায়
থেমে গেছে গান।

হৃদয় ছোঁয়া আর্তনাথে
চলছে পানির ঢেউ,
স্বজন ছাড়া এ দুনিয়ায়
রইল না আর কেউ।

আকাশ বাতাস দুলছে শুধু
কান্না ভেজা তরী
ধসে পড়া দেয়ালে আজ
থমকে গেছে ঘড়ি।

বিপ্লব দে
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।

অসহায় শ্রমিক

পহেলা মে শ্রমিক দিবস
সবাই পালন করে।
জীবনের সাথে যুদ্ধ করে,
শ্রমিক, বাঁচার স্বপ্নে লড়ে।

নির্যাতন আর অবহেলায়
কাজ করে সাড়া বেলায়,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
সব পরিশ্রম দূরে ঠেলে।

সঠিক মূল্য পায়না তারা
মালিকের কাছে থাকে ধরা।
রানা প্লাজার নিচে কত
মরছে শ্রমিক শত শত।

অসহায় ভাই বোনেরা
আর্তনাদে মরে
এই দৃশ্য দেখিয়া
চোখের পানি ঝরে।

মো. ফজলুর রহমান
চাঁদের হাট গণকেন্দ্র।

পথ শিশু

আমরা ক'জনে পথ শিশু
পথে আমাদের বস-বাস।
খোজ রাখে না, কেউ শিশুদের
কষ্ট হয় যে পথ শিশুদের
এক বেলা অনাহারে
দু বেলা অনাহারে

চলে দিবা রাত্রি
দুঃখ আমাদের নিত্য সঙ্গী
সুখ আমাদের দূরের সঙ্গী
বাঁচার জন্য লড়াই করি।
দুঃখ কষ্টে হয় না ক্ষতি।
সুস্থ সুন্দর জীবন চাই
সেই অধিকার নাহি পাই।

ফাহমিনা আক্তার
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।

মে দিবস

বিদায় নিয়ে গেল চলে এ বছরের মে দিবস,
সেই দিবসের জন্য কাঁদে শ্রমিকদের মন।

পুরাতন সব কষ্ট হাসি শুধুই এখন স্মৃতি,
মনের মাঝে জেগে উঠবে শ্রমিকদের দাবি।

বছরের পর বছর ঘুরে,
মে মাস আসবে শ্রমিকদের মাঝে।

শ্রমিকদের দাবি নিয়ে ছুটে তারা,
এইভাবে হব শ্রমিকদের সুখের তারা।

মনিরা বেগম
অসীম গণকেন্দ্র।

ধাঁধা

১) একজন কৃষক তার ফসলের জমিতে সবাইকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না।
রূপা, ঝিনুক গণকেন্দ্র।

২) এমনি হিয়ার হিয়া, গাছের উপর ছা ওয়াল থুইয়া, মাটিতে থাকে শুইয়া !
সাহিদা আক্তার, প্রণয় গণকেন্দ্র।

৩) কাঁচা খাও-পাকা খাও, খেতে লাগে মিষ্টি, আমি যদি খেতে বলি, কারো অনাদৃষ্টি।
মানছুরা বেগম, দীপশিখা গণকেন্দ্র।

৪) ভূঁই ফুটফুটে পিছন কালো মুখ নাই তার জবান ভাল !!
মানছুরা বেগম, দীপশিখা গণকেন্দ্র।

-॥ গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর নিম্নে দেওয়া হল ॥-
১। গোল, ২। পায়রা, ৩। মাছরাঙ্গা, ৪। মাছি

শ্রমিকের জীবন

সকাল বিকেল শ্রমিকরা সব
করে দৌড়াদৌড়ি।
সন্ধ্যা হলেই আসে তাঁরা
কষ্টে বাড়ি ফিরি।
একটু ঘুমেই রাত্রি শেষে
ছোটে তাড়াতাড়ি।

মাসুমা
বিকশিত গণকেন্দ্র।

শ্রমিক অধিকার

শ্রমিকদের সঠিক মজুরী ও নিরাপত্তা
নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে
আমাদের সকলের জোর দাবী
পহেলা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

রোকসানা ইয়াছমিন
জীবন গড়ি গণকেন্দ্র।

শ্রমিকের কথা

ঘুরে ঘুরে আবার এলো
মে দিবসের ডাক।
শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা
মহাজনেরা দিয়ে যাক।
দিনে ৮ঘন্টা শ্রম দিব
আইনে আছে ভাই।

তার চেয়ে অধিক শ্রম,
আমরা দিব না তাই,
অধিক শ্রম অধিক টাকা
মহাজনদের বলে যাই
তা না হলে মিল কারখানায়
শ্রমিক পাবেন না ভাই।

মুর্শিদা আক্তার
তিতাস গণকেন্দ্র।

-॥ কিছু কথা ॥-

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশের এক ঐতিহাসিক গৌরবময় দিন। আজ থেকে ১২৭ বছর পূর্বে ১৮৮৬ সালের পহেলা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের "হে" মার্কেটে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য এবং দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করে শ্রমিকরা। এতে প্রায় ৩ লাখ মেহনতি মানুষ অংশ নেয়। এক পর্যায়ে আন্দোলনরত ক্ষুদ্র শ্রমিকদের রুখতে মিছিলে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষন করে। দাবি আদায়ের জন্য সেদিন শ্রমিকদের বুকের তাজা রক্তে, রঞ্জিত হয়েছিল শিকাগোর রাজপথ। আন্দোলন করার অপরাধে ফাসি দেওয়া হয় ৬ শ্রমিককে। এরপর ১৯৮৯ সালে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে দিবসটিকে 'মে দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

রিপন, *সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।*

শ্রমিক দিবস

১লা মে শ্রমিক দিবস
জানে পুরো বিশ্ব
সেই শ্রমিকরাই দিনে দিনে
যাচ্ছে হয়ে নিঃস্ব
যাদের হাতে গাড়ে এ দেশ
থাকি মোরা সুখে
আসুন সবাই ফুটাই হাসি
সেই শ্রমিকদের মুখে।

বিপ্লব দে
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।

সাভারের কালোমেঘ

হৃদয়ের যত কষ্ট
চেপে রাখাতেই বেশি কষ্ট
কষ্টের মাঝে বোঝা যায়
সুখের স্পর্শ স্পষ্ট।
ভাই বোনের কষ্টের বিনিময়ে
দেশ চলছে দ্রুত গতিতে
সাভারের ধ্বংস স্তুপে
জীবন আটকা পড়ে
কালো মেঘের ভিড়ে।

ইমরান
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।

মায়ের আদেশ

সকাল হলে মায়ের আদেশ
বিদ্যালয়ে যাও
লেখাপড়া শিখে তুমি
জীবনটা সাজাও।
সন্ধ্যা হলে মায়ের আদেশ
পড়তে বস খোকা
অবমাননায় জীবন গড়ায়
খাব নাকি ধোকা।
মায়ের আদেশ সঠিকমতে
করো নামাজ রোজা
তা'না হলে পরকালে
পরবে কঠিন বোকা।

সুমাইতা
মল্লিকা গণকেন্দ্র।

শিশু অধিকার

আজকের শিশু আগামী
দিনের ভবিষ্যৎ
হাসি আর আনন্দে
গড়বে তারা দেশ।
দেশকে বাঁচাতে চাই বন্ধ শিশুশ্রম,
আনন্দে জেগে উঠবে শিশুরদল।
উপযুক্ত শ্রমিক নিয়ে
চালাও মিল কারখানা,
ঘটবে না আর বিপদ জনক।
শিশু শ্রম বন্ধ কর
শিশুর অধিকার আদায় কর।

শফিকুল ইসলাম
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র।

গঞ্জে যাব

গঞ্জে যাব গঞ্জে যাব
ঘাটে নেই নাও,
বৈঠা হাতে নায়ের মাঝি
আমায় নিয়ে যাও।

নিয়ে যাব নিয়ে যাব
কত টাকা দিবে,
টাকা নেই পয়সা নেই
আর কী তুমি নিবে
সোনা মুখে সোনা হাসি
খুশি হয়ে দিবে।

বিকশিত
মদিনা আক্তার।

আলোর জীবন

আমার দেশে অনেক আছে
কামার কুমার জেলে,
সবার কাছে আলোর জীবণ
রৌদ্র দেব ঢেলে।
রৌদ্র দেব হাট-বাজারে
রৌদ্র দেব নায়ে
রৌদ্র দেব সাড়া দেশে
শহর পাড়া গায়ে।

সুমাইতা
মল্লিকা গণকেন্দ্র।

পূজা দে
মল্লিকা গণকেন্দ্র।

এ সংখ্যার সম্পাদনা পরিষদ: সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার, বিপ্লব কুমার দে, আকলিমা আক্তার, রিপন কুমার বণিক, আছমা আক্তার ও মো. জাহিদুর রহমান। কারিগরি সহযোগিতায়: প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মুদ্রনে: তিতাস অফসেট প্রেস, লাইব্রেরী পট্টি, নরসিংদী। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশনা। বর্ষ- ২০, সংখ্যা- ২২৯